সংবাদ

তারিখ : 14 JAN 2016
পৃ ... ২ ... কলাম ... ৬

# টানা ৩ দিন অচল সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অষ্টম বেতন কাঠামোয় বৈষম্য নিরসনের দাবিতে দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে টানা তৃতীয় দিন কর্মবিরতি পালন করেছেন শিক্ষকরা। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ ছিল। অন্যদিকে প্রায় একই দাবিতে টানা তৃতীয় দিন কালো ব্যাজ ধারণ করে দু'ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছেন প্রকৃচি-বিসিএস (২৬ ক্যাডার) সমন্বয় কমিটি। এ সময় সচিবালয়সংলগ্ন ঢাকায় বিদ্যুৎ ভবনের সামনে 'প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটি'র ব্যানারে সমাবেশ করেছেন ক্যাডার নন-ক্যাডার কর্মকর্তারা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালেও দু'ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছেন চিকিৎসকরা।

প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য এসএম গোলাম কিবরিয়া জানান, 'তৃতীয় দিনে আরও ব্যাপক আকারে কর্মবিরতি পালন করেছেন বিভিন্ন স্তরের ক্যাডার কর্মকর্তারা। ফার্মগেট খাঁমারবাড়িতে সমাবেশ করেছে কৃষি ক্যাডার কর্মকর্তারা। এছাড়া সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, আগারগাঁওয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স অ্যান্ড হাসপাতালসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ করেছেন ক্যাডার কর্মকর্তারা।'

প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার সংবাদকে জানান, 'আমার কাছে খবর আছে- দেশের সকল সরকারি কলেজেই দু'ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছেন শিক্ষকরা। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এরপর আরও কঠোর কর্মসূচি

পাবলিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

## পাবলিক : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসতে পারে।'

ঢামেক : পে-স্কেলে বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গতকাল দু'ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করে চিকিৎসকরা। এতে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা সেবা কর্মসূচি চলাকালীন সময় বন্ধ ছিল। তবে হাসপাতালের জরুরি চিকিৎসা সেবা চালু ছিল। বার্ন ইউনিটেও রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হয়। বিসিএস ২৬ ক্যাডারের কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল বেলা ১২টা থেকে ঢামেক চিকিৎসকরা এই কর্মবিরতি শুরু করেন। এটি শেষ হয় দুপুর ২টায়। কর্মবিরতিতে চরম ভোগান্তিতে পড়ে রোগীরা।

ঢামেক হাসপাতালের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. দেবেশ চন্দ্র তালুকদার সাংবাদিকদের বলেন, 'বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদে পূর্বের কর্মসূচির অংশ হিসেবে চলতি মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে।' ঢামেক'র বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টার থেকে সকালে রোগীদের টিকেট দেয়া হলেও কর্মকর্তারা জানায়, দুপুর ২টা আগে কোন চিকিৎসককে পাওয়া যাবে না। দুপুরে ঢামেক বহির্বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মাহাবুব এলাহি বলেন, 'নির্দিষ্ট সময় সাধারণ রোগী দেখা হচ্ছে না। তবে আমরা যেহেতু ডাক্তার, জরুরি রোগী এলে আমি নিজেই দেখছি।'